সংবাদ

তারিখ 22 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৫

সব ছাত্রীর অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

একটি জাতীয় বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রায় ৭০ ভাগ ছাত্রী অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নানা নিয়মের মারপ্যাঁচে তারা উপবৃত্তি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকাংশ ছাত্রীই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টিউশন ফি দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে অবৈতনিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। নারী শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না।

২০০১ সালে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি দাবি করে, মাধ্যমিক স্তরের সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক এবং উপবৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়। সেই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়। কিন্তু এর সুফল সব ছাত্রী পায়নি। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৬০ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, এসব ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়ার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে– জিপিএ ২ দশমিক ৫ পাওয়া এবং শ্রেণীকক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিত থাকা।

শিক্ষার মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হয়ত পণ্ডিতরা এসব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেশে নারী শিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জনে বহু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। দারিদ্র্যের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, শিক্ষা গ্রহণে অনীহা, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা দূর করে শতভাগ নারীদের শিক্ষাদান এমনিতেই দুরূহ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক পরিবার মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানেও রাজি নয়। মেয়েদের দিয়ে ঘরের কাজ করানো আর বিয়ে দেয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। তারপর এদের যদি বেতন মওকুফ বা বৃত্তি সুবিধা পাওয়ার জন্য শর্ত দেয়া হয় সেটা ঠিকঠাক মতো পূরণ না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। সরকারের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত যে, সরকার কি মেধাবী-অমেধাবী বা ক্লাসে হাজির-গরহাজির নির্বিশেষে সব ছাত্রীকেই অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি সুবিধা দিতে চায় নাকি শর্তপূরণ করতে চায়। সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে সব ছাত্রীকে অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। এবং এ ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে তারা বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছে।

বর্তমান মহাজোট সরকার স্নাতক পর্যন্ত সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের এ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। এখন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আক্ষরিক অর্থেই সব ছাত্রীকে এ সুবিধা প্রদান করা। শর্তের বেড়াজাল সৃষ্টির চেয়ে নারীদের শিক্ষার পথ সুগম করাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর কিছু শর্ত থাকলেও সেটা যেন পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠী অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং শর্ত পূরণের সাফল্য অর্জনে সরকারকেই সহায়তা দিতে হবে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিষয়টি খুবই জরুরি। এজন্য সরকার একটি বিশেষ মনিটরিং সেল খুলতে পারে– যেখান থেকে বিষয়গুলো নিয়মিত নজরদারি করা যাবে।

শিক্ষা খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে বহু শিক্ষা প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখেনি। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোন অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। নারী শিক্ষার সাফল্যের স্বার্থেই এর প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকার করা জরুরি। আর আমাদের দাবি হচ্ছে, সব ছাত্রীকে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ঘোষণা সরকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে।